সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি ও মুদ্রাস্ফীতি

প্রফেসর এম আজিজুর রহমান

এই গরিব বাংলাদেশে সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি দিয়ে কখনো প্রবৃদ্ধির মাত্রা বাড়ানো যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্থব্যবস্থায় সঠিক নিয়ন্ত্রণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। মুদ্রা সরবরাহের ফলে কিছুটা উদ্ভূত মূল্যস্ফীতিকে ভয় পেলে চলবে না। সরকারকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের উন্নয়ন ঘটাতে হবে

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বাড়ানো, চাকরি ও কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন ইত্যাদি। উন্নয়নের সাথে সাথে অর্জিত আয়ের সুষম বণ্টন প্রয়োজন। যেমন ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে বৈষম্য দূর করা ইত্যাদি। উপরোল্লিখিত লক্ষ্যগুলো অর্জিত হতে পারে সমন্বিত রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির মাধ্যমে। সুনির্দিষ্ট মুদ্রানীতি ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ মুদ্রাস্ফীতি কমাতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে একধরনের উদ্বিগ্নতা বিরাজ করছে। এ উদ্বিগ্নতাকে আরো জটিল করেছে মূলধনবাজারের অস্থিতিস্থাপকতা। এ অস্থিতিস্থাপকতাকে জটিল করেছে শেয়ারবাজারের বিভিন্ন গুজব ও নির্বোধতত্ত্ব। মূলধনবাজার নিয়ে এ-জাতীয় গুজব ও নির্বোধতত্ত্বজনিত কোনো সিদ্ধান্ত মুদ্রানীতির সম্প্রসারণ বা উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে না। মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির ভেতরে সমন্বয়হীনতার দরুন মূল্যস্ফীতি জটিল আকার ধারণ করে। সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বাজার-ব্যর্থতার দিকগুলো চিহ্নিত করে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার নিশ্চিত করা। সিন্ডিকেট ও মধ্যস্বত্বভোগী দালাল ও কমিশনভোগীদের বিরাজমান কর্মকাণ্ড দূর করা ইত্যাদি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বিশ্বমন্দা পরিস্থিতি এবং এর ফলে উদ্ভূত বিনিয়োগ কমে যাওয়া, বিনিয়োগহীনতা এবং ব্যবসায় অলাভজনক বিনিয়োগ সৃষ্টি ইত্যাদি। ইতোমধ্যে শিল্পে অবকাঠামোগত সমস্যা, গ্যাস, বিদ্যুৎ, ভঙ্গুর রাস্তাঘাট ও সংশ্লিষ্ট যানজট (বিশেষভাবে ঢাকা শহরে) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এসব প্রতিবন্ধকতার কারণে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের কঠোর পরিশ্রম ও দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার এবং সেবা খাতের উন্নয়ন ঘটাতে প্রয়োজন হয় সঞ্চয়, বিনিয়োগ বা বিগ পুশ ইনভেস্টমেন্ট। কৃষি, শিল্পসহ অন্যান্য সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হারের উন্নয়ন ঘটাতে প্রতিবন্ধকতার কারণগুলো হলো শিল্পে অবকাঠামোগত দুর্বলতা, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের অসদাচরণ এবং বিশেষভাবে সঙ্ঘাতময় বাজার পরিস্থিতি, সঙ্ঘাতের ফলে কৃত্রিম সঙ্কট এবং একক মুদ্রাস্ফীতির নির্বোধতত্ত্বের দরুন গুজব ইত্যাদি। মানসম্পন্ন দ্রব্যাদির অধিকতর সরবরাহ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার পরিস্থিতিতে স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করাই গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ। দিন দিন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মুদ্রাস্ফীতি, বাজারব্যর্থতা ও অদক্ষ সরকারি হস্তক্ষেপ ইত্যাদি হচ্ছে উন্নয়নের বড় প্রতিবন্ধকতা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা অর্থ সরবরাহ বা বাজার অস্থিতিশীলতার জন্য সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করি।

অনেকে সঙ্কুচিত অর্থনৈতিক নীতিমালা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী করে এবং মুদ্রা সরবরাহের অতিরিক্ত সম্প্রসারণের প্রয়োজন নেই বলে মনে করে। আমাদের দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশে সম্প্রসারণশীল মুদ্রাব্যবস্থাকে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। মানবসম্পদ আর উর্বর ভূমির পাশাপাশি শিল্প খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন জরুরি। আমাদের অর্থনীতিতে দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ, সেবা খাত সবই সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে মুদ্রার অবমূল্যায়ন হতে পারে। মুদ্রার অবমূল্যায়ন সব সময় খারাপ নয়। মুদ্রার অবমূল্যায়নের দরুন বিশ্ববাজারে আমাদের দ্রব্যাদি বিদেশী ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে পারে। সম্প্রসারিত হবে আমাদের রফতানি খাত। আমরা বেশি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব, যা প্রকৃতই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এতে আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও মুদ্রা বাজারের ভারসাম্যতা অর্জিত হতে পারে। প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও মুদ্রাস্ফীতি পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। একই সাথে এরা পুঁজিবাজারের সাথেও সম্পৃক্ত। আমাদের শেয়ারবাজার একটা জুয়া খেলার মতো ঘোলাপানিতে আবর্তিত হচ্ছে, যেখানে সরবরাহের তুলনায় বাজারে শেয়ারের সংখ্যা অপ্রতুল, যা প্রকারান্তরে বাজারে শেয়ারের চাহিদা আরো বাড়িয়েছে। শেয়ারবাজারের ভারসাম্যহীনতা দূর করা অতি জরুরি। দিকনির্দেশনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও সৎ ব্যবস্থাপনা, সৎ কর্মচারী ও কর্মকর্তা। অরাজনৈতিক মনোভাব এবং দক্ষ ও নিষ্ঠাবান সরকারি কর্মকর্তার অভাব দূর করতে হবে। পরিশেষে বলা যায়, এই গরিব বাংলাদেশে সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি দিয়ে কখনো প্রবৃদ্ধির মাত্রা বাড়ানো যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্থব্যবস্থায় সঠিক নিয়ন্ত্রণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। মুদ্রা সরবরাহের ফলে কিছুটা উদ্ভূত মূল্যস্ফীতিকে ভয় পেলে চলবে না। সরকারকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আইনশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ অতি গুরুত্বপূর্ণ। আইনের সঠিক প্রয়োগ করে বাজারে সিন্ডিকেট দমন ও ব্যবসায়বাণিজ্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় প্রয়োজনে উচ্চতর উৎপাদন, উন্নত ও স্থিতিশীল মুদ্রা সরবরাহব্যবস্থা ইত্যাদি। সমান্তরালভাবে দ্রব্যসামগ্রী, সেবা খাত এবং জীবনযাপনের মানোন্নয়নে দেশে বাজারমূল্য সহনীয়পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ■

লেখক : উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা